দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 16 JUN 2012 ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান এ আমলেই বেশি হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

□ স্টাফ রিপোর্টার

বর্তমান সরকার শিক্ষকদেরকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা, সম্মান ও আর্থিক সুবিধা দিতে আন্তরিক। এ আমলেই তাদের পেশাগত সমস্যার সমাধান সবচেয়ে বেশি হয়েছে। সরকারের নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাদের যৌক্তিক দাবি পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল শুক্রবার ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, নবাগত কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা ও শিক্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ মন্তব্য করেন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব মো. ইকবাল খান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর [illegible] রশীদ, সমিতির সহসভাপতি মো. মাসুমে রব্বানী খান, মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর প্রমুখ বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রভাষক থেকে প্রফেসর পদে ৪ হাজার ২২৪ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। প্রায় সাড়ে ন' হাজার জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। ৩ হাজার ৪৩৩ জনকে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। ১২শ'-এর

পৃঃ ১৫ কঃ ৮

শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

অধিক স্থায়ী-অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১ হাজার ৬২৬ জনকে। এর প্রতিটি কাজ সুদীর্ঘকাল ধরে আটকে ছিল এবং প্রশাসনিকভাবেও ছিল জটিল। তিনি বলেন আমরা দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেখলাম ৫ বছর আগে যোগদান করা কর্মকর্তাদেরও নায়েমে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং হয় নি। নানা উদ্যোগ নিয়ে ইতোমধ্যে তা আপ-টু-ডেট করা হয়েছে। ক্ষমতায় শিক্ষাবান্ধব সরকার আন্তরিকতা ও শিক্ষকতা পেশাকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলোর সমাধান করেছে। এ ক্যাডারে কোন সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা ছিল না, সরকার তা করে দিয়েছে। সরকারি শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি বিষয়টির সমাধানে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিগগির তার সমাধান হবে বলে মন্ত্রী আশ্বাস দেন। সমিতির অন্যান্য দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, বার্ষিক সাধারণ সভাসহ পেশাজীবীদের সমাবেশে পেশাগত দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন উত্থাপনের সময়ে দেশের সবচেয়ে সুবিধাভোগী শিক্ষিত সদস্যদেরকে দেশের জনগণ, ছাত্রছাত্রী, খেটে খাওয়া মানুষের কথা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করতে হবে। এসব খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষের ট্যাক্সের টাকায় পেশাজীবীসহ আমরা বিএ-এমএ পাশ করে শিক্ষিত হয়েছি, তাদের টাকায় বেতন নিচ্ছি। বিষয়টি যেন ভুলে না যাই। শুধু নিজেদের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা না করে আমরা যে যেখানে আছি সেখানে থেকেই যেন তাদের ঋণকে স্মরণ করে কিছুটা দায়িত্ব পালন করি। তিনি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের দেশ গরীব, অনেক কিছু করতে হবে। সবচেয়ে আগে দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করা, দক্ষ নতুন জনবল তৈরি করা। আপনারা আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলুন।